সংবাদ

তারিখ : 07 SEP 2017
পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৬

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৩ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে জানিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, 'এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদ প্রায় ২১ হাজার এবং সহকারী শিক্ষক পদ ৩২ হাজার।'

মন্ত্রী গতকাল দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমরা মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্য পরীক্ষা নিলাম। এখনও তাদের নিয়োগ দিতে পারি নাই। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সার্টিফিকেট যাচাই-বাছাইয়ে অনেক সময় নিচ্ছে।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের যেসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পিএসসি'র মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হয়। আমাদের পক্ষ থেকে বলেছিলাম, বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যারা লিখিত পরীক্ষায় টিকে, কিন্তু পদ স্বল্পতার অভাবে নিয়োগ পায় না এমন প্রার্থীদের সবাইকে প্রাথমিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হোক। ভাইবা'র (মৌখিক পরীক্ষা) দরকার নাই। আমরা সব নিয়ে নেব। এতে আমরা ধন্য হব।'

৮ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরতা দিবস

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হবে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারও দেশে পালিত প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

প্রাথমিক : বিদ্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সংগঠন, এনজিও, শিক্ষক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দিবসটি পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। ৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় দিবসটির উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর পরিসংখ্যান তুলে ধরে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, '২০১৬ সালের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ। বর্তমান সরকারের নানামুখী কর্মসূচির কারণে পূর্বের তুলনায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও প্রায় ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিরক্ষর। এসব নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, 'মূলত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য তাৎক্ষণিক উপার্জনের উদ্দেশে শৈশব থেকে কর্মে নিয়োজিত হয়। যার ফলে তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হয় না বা ভর্তি হলেও ঝরে পড়ে এবং তারা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।'

এক প্রশ্নের জবাবে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'সাক্ষরতা মানে শুধুমাত্র লিখতে পড়তে পারলেই হবে না। আমরা সাক্ষরতা বলতে বুঝি বা সংজ্ঞায় আছে যিনি লিখতে পারেন, পড়তে পারেন, শব্দ গঠন করতে পারেন, খবরের কাগজ পড়তে পারেন- তাকেই সাক্ষরতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখন বিবিএস কিসের ভিত্তিতে করেছে, কাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা আমাদের যানা নেই।'

১৯৯১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে উল্লেখ করে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ বর্তমান সরকার ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করেছে।'

এদিকে দেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যেখানে যত স্কুল, যত ক্ষতি হয়েছে, তত সংস্কার করা হবে। যেভাবে ক্ষতি হয়েছে সেভাবেই ঠিক করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে পুনর্বাসন ও স্কুলের অবকাঠামো মেরামতের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ জরিপ করে কাজ শুরু হবে। ২০১৮ সালের জানুয়ারির মধ্যে কোথাও খোলা আকাশের নিচে পাঠদান থাকবে না বলে জানান মন্ত্রী।

দেশে প্রায় ৬৩ হাজার ৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ৩৭ হাজার ৬৭২টি ও ২০১৩ সালে জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫ হাজার ২৪০টি এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয় ৫৫টি। এছাড়া বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোতে একটি করে মোট এক হাজার ৫০০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে, যার বেশিরভাগই ইতোমধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। এগুলোসহ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।